দৈনিক জনকণ্ঠ

17 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ঢাবিতে ৬ মাসের সেশনজটে ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী

মোশতাক আহমেদ

দীর্ঘ ছয় মাসের সেশনজটে পড়ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী। প্রায় দুই মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ইতোমধ্যে মাস্টার্স ও অনার্স বিভিন্ন বর্ষের ১২০টির মতো পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গেছে। নির্ধারিত সময়ের আগে ক্লাস শেষ না হওয়ার অন্যান্য বর্ষের পরীক্ষাও পিছিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার তারিখ ঘোষণা করা হলেও স্থগিতকৃত পরীক্ষায় ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত (১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ঢাবিতে ৬ মাসের (প্রথম পাতার পর)

নেয়া হয়নি।

নির্ধারিত ক্লাস শেষ করে অন্যান্য বর্ষের পরীক্ষাগুলো কবে হবে তারও কোন হিসাব-নিকাশ নেই। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত জীবন এখন অনিশ্চয়তার মুখে। গত ২৩ জুলাই গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে নজিরবিহীন পুলিশী নির্যাতনের পরদিন থেকে ক্যাম্পাসসহ সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এ দিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। পরে আন্দোলন আরও বেগবান হতে থাকলে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী আন্দোলন ঠেকাতে ২৭ জুলাই রাতে একক ক্ষমতা বলে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেন। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও আইন অনুষদের মাস্টার্স এবং দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল। এ ছাড়া বিজনেজ স্টাডিজ ও বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন কোর্সের পরীক্ষাও চলছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সকল পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসও বন্ধ হয়ে যায়।

জানা গেছে, ২৭ আগস্টের মধ্যে কলা অনুষদের মাস্টার্স ও দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল। এর